যুগান্তর

শিক্ষক ও ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ অধ্যক্ষের পদত্যাগ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষক-ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন লালমাটিয়া মহিলা কলেজ অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) মোশাররফ হোসেন মিঞা। এক মাস দশ দিন পর রোববার কলেজ খুললে শিক্ষক ও ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অধ্যক্ষ পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দেয়। দুপুরের পর অধ্যক্ষ কলেজ পদত্যাগের ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ যুগান্তরকে জানান, কয়েকজন শিক্ষক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে ছাত্রীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ সময় অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়। একপর্যায়ে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এর বিরুদ্ধে তিনি আইনি লড়াইয়ে যাবেন বলে জানান।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, স্থানীয় সাবেক সাংসদ অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমাদের ঘনিষ্ঠ মোশাররফ হোসেনকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়। এ সময় কলেজের শিক্ষকরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু সাবেক এমপির দৌর্দণ্ড প্রতাপের কাছে শিক্ষকদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। অধ্যক্ষ নিয়োগের পর থেকে শিক্ষকরা লাগাতার ক্লাস বর্জন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ অবস্থায় ২৬ সেপ্টেম্বর কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন নতুন অধ্যক্ষ। এক মাস দশ দিন পর রোববার কলেজে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। সকালে ছাত্রীরা কলেজে উপস্থিত হলে শিক্ষকরা ছাত্রীদের জানান, অধ্যক্ষ পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ক্লাস নেয়া হবে না। একথা শুনে ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শিক্ষকরাও ছাত্রীদের বিক্ষোভের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ সময় অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। পরে শিক্ষক ও ছাত্রীরা অধ্যক্ষের কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে বেলা পৌনে ১টার দিকে অধ্যক্ষ কলেজের প্যাডে স্বাক্ষর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অধ্যক্ষ পদত্যাগ করার পর শিক্ষক ও ছাত্রীরা শান্ত হয়। বেলা দেড়টার পর অধ্যক্ষ কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। সার্বিক ঘটনার জন্য অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন কয়েকজন শিক্ষককে সঙ্গে রোববার মোহাম্মদপুর থানায় সাধার ডায়রি (জিডি) করেছেন। জিডি নম্বর ৩৪৪।

সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আন্দোলনকা শিক্ষিকা রোকেয়া বেগম যুগান্তরকে জানা ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে অধ্যক্ষ পদত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আজ থেকে শিক্ষক ক্লাস নেবেন।